...৫ বছর এই ভর্তি বাণিজ্যের
...রা। অভিভাবকরা জানিয়েছেন
ছবি তুলেছেন **সোহেল মামুন**

বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি ফি, বার্ষিক ফি, প্রযুক্তি ফিসহ নানা ধরনের ফি আদায় করা হয়। অন্যদিকে ঢাকার উত্তরায় ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ডিপিএস এসটিএস স্কুল শুরুতেই গ্রেড-ওয়ানে ভর্তি ফি আদায় করত ৭৫ হাজার টাকা। ২০১২ সালে সে ফি বাড়িয়ে দেড় থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। স্কলাস্টিকা স্কুলে প্লে-গ্রুপে ভর্তি ফি নেয়া হয় ৮০ হাজার টাকা।

পরের শ্রেণীতে ওঠার বার্ষিক সেশন ফি নেয়া হয় ২২ হাজার টাকা। এছাড়াও আরেকটি ইংলিশ মিডিয়াম টার্কিশ হোপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্লে-গ্রুপে ভর্তি ফি ৭০ হাজার টাকা। সি ব্রিজ স্কুলে কেজিতে ভর্তি ফি ৪৫ হাজার। মাসিক বেতন সাড়ে ৪ হাজার। স্যার জন উইলসন স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি ফি ৩৭ হাজার টাকা। আর মাসিক বেতন নেয়া হয় সাড়ে ৯ হাজার টাকা।

স্বাধীনতার ৪১ বছর পরও দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর কোনো নীতিমালা তৈরি হয়নি। এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে এ যাবত কোনো ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

**অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ**

চলতি বছরে স্কুল-কলেজে ভর্তিতে স্বচ্ছতা আনতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি নীতিমালা-২০১১ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি এবং ডোনেশনের নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরাসরি আদালতে আবেদন করা যাবে এবং তা আদালত অবমাননার শামিল হবে। এক আদেশে বলা হয়, বিষয়টি আদালতের পর্যবেক্ষণে থাকবে, তবে প্রতিকারের জন্য আবেদনকারীদের আদালতে আসতে হবে। রিটটিকে কন্টিনিউয়াস মেন্ডামাস করে দিয়েছে। অর্থাৎ, এই রিটের অধীনে আবেদনকারীরা যে কোনো সময় আদালতে প্রতিকার চাইতে পারবেন।

**করণীয় কী**

প্রতি বছরের মতো এবারও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি ফি নির্ধারণ করে নীতিমালা জারি করেছে। প্রতি বছরই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সব ধরনের ডোনেশন ও গলাকাটা ফি বন্ধ রোধে সরকারের পর্যাপ্ত ফলোআপ রাখা যেতে পারে। প্রয়োজনে ভিজিলেন্স টিম গঠন করে ভর্তির ক্ষেত্রে সব ধরনের অনিয়ম মনিটর করতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ কোচিং নামে যেন বাণিজ্য না করতে পারে সেজন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বৈষম্য বিলোপে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সবার জন্য মানসম্মত ও বৈষম্যহীন শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, শিক্ষাকে সবার জন্য সমান অংশগ্রহণমূলক করে সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। প্রতিটি স্কুলই যেন ভালো স্কুলে পরিণত হয়, সে লক্ষ্যে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।